R. N. No. 2532/57

Phone No. 66-228, STD 03483

Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী
ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্থাপিত ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ-
অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে পৌষ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ছুটীর বহরে ও পরিচালন কমিটির নীতিহীনতায় স্কুলগুলোতে পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ - জঙ্গিপুর এলাকার স্কুলগুলিতে বিভিন্ন কারণে ও কমিটি-
গুলির উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটিতে পড়াশুনোর পরিবেশ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে
বলে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও বহু অভিভাবক অভিযোগ আনছেন রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ
ও গার্লস স্কুল শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এবং ঐ স্কুলের অভিভাবক সম্প্রদায়
তুলনামূলকভাবে সচেতন থাকায় অবস্থা কিছুটা ভাল। এছাড়া শ্রীকান্তবাটী, জঙ্গিপুর
বয়েজ, জঙ্গিপুর গার্লস ইত্যাদি স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠনের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ছে বলে
অভিযোগ। শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুল পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে তিনদিনের ক্লাস
চালু ছিল। সম্প্রতি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সিপিএমের ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের সপ্তম
ও অষ্টম ক্লাসকে নিয়মিত করতে পারলেও শিক্ষকদের মতে তা এক রকম জোর করেই করা
হয়েছে। তাঁরা বলেন প্রত্যেকবার স্কুলের মাধ্যমিকের টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেলে অষ্টম
শ্রেণীকে এমনিতেই নিয়মিত করা যাচ্ছিল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ স্কুলের কিছু শিক্ষক
জানান, পরিচালন কমিটির সদস্যরা নিজদের ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখতে এ্যাডমিসন টেষ্টে ফেল
করা ছাত্রছাত্রীদেরও স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য করায়। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি
করতে পেরেছেন—এই আনন্দেই কমিটির সদস্যদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয়ে যায় তাদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রঘুনাথগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্ক ময়দানে জেলার প্রাথমিক
ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের উনিশতম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।
প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলার প্রাক্তন বিশিষ্ট জাতীয় ক্রীড়াবিদ প্রশান্ত ঘোষ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি
ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডি. সি, ডি, ডি (১) নজরুল ইসলাম। বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি
শ্বেতা চন্দ্র জানান নির্বাচনের বিধি যাতে কোনভাবে লঙ্ঘন না হয় তার জন্যই কোন মন্ত্রী বা
নিমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতা অনুষ্ঠানে হাজির থাকেননি। ক্রীড়া সংগঠন কমিটির সভাপতি
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানান এ বছরই সর্বপ্রথম এই জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রঘুনাথগঞ্জে
অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগী ছিলেন মোট ১৯০ জন। ২৮টি ইভেন্টে চারটি গ্রুপে ভাগ করে
এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে বলে রেফারী ট্রাক ইভেন্ট পার্থসারথী ব্রহ্ম জানান অনুষ্ঠানের
সামগ্রিক খরচ ৮৫ হাজার টাকা। তার মধ্যে সরকার থেকে পাওয়া গেছে ৫০ হাজার ও
বিভিন্ন সূত্র থেকে ৩৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে—বলেন মৃগাঙ্কবাবু। সংসদ সভাপতি
শ্বেতা চন্দ্র জানান, জেলা শাসক আমাদের অতিথি ও প্রতিযোগীদের জন্য মাছ ও দুধের ব্যবস্থা
করে দিয়েছেন। ফরাক্কা এনটিপিসি এবং বহু সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন এই অনুষ্ঠানে
বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এখানে যে সব প্রতিযোগী প্রথম হবে তারা (শেষ পৃষ্ঠায়)

মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ ও ৫ জানুয়ারী মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সকালে সুসজ্জিত ছাত্র-ছাত্রীদের এক শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য তড়িৎ ব্রহ্মচারী, শিক্ষাব্রতী সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব, জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক আবদুল হক, জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল ও মহকুমা শাসক মনীশ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পক্ষে প্রধান শিক্ষক কল্যাণ চক্রবর্তী তাঁর (৩য় পৃষ্ঠায়)

উদ্বোধন অনুষ্ঠান বন্ধ হলেও দু'কোটি টাকা পাচ্ছে ধুলিয়ান পুরসভা

ধুলিয়ান : পঃ বঃ রাজ্য মন্ত্রক ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন ধুলিয়ান পৌর জনগণের স্বার্থে। পরিকল্পনাগুলি হচ্ছে ৫০ লাখ টাকার সুপার মার্কেট, ২০ লাখ টাকার পৌর লজ এবং ড্রেন, ফুটপাত, শ্মশান ঘাট, স্নানের ঘাট প্রভৃতি। এই সব পরিকল্পনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্য নির্বাচন কমিশনের আদেশে উপস্থিত থাকতে পারেননি। আসেননি সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিদিব চৌধুরীর অকস্মাৎ পরলোকগমনে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন পুরপতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর পুরমন্ত্রী অনুষ্ঠানে এসে সব (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে পৌষ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

এসো পৌষ যেও না—

বাংলার ছয় ঋতুর সেরা ঋতু বসন্ত। তখন পড়ে গরমের আমেজ। শীতের প্রখরতা কমিয়া আসে, আবার গরমের আভাষ মাত্র গায়ে লাগে। গাছে গাছে ফুটিয়া উঠে ফুল। নব কিশলয় দেখা দেয় শাখি শাখে। শরীর মনে জাগিয়া উঠে আনন্দের শিহরণ। তবুও পৌষ মাসকেই বলা হয় লক্ষ্মী মাস। যদিও এই মাসে শীতের কুহেলীতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের জড়তা যাইতে চাহে না। এই বৎসর শীত আরও জাঁকাইয়া পড়িয়াছে। বিগত বিশ বৎসর এই ধরনের শীত পরে নাই বলিয়া আবহাওয়া দপ্তর জানাইতেছে। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন চারিদিক। সূর্য উঠি উঠি করিয়াও উঠিতেছে না। তবুও এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দ মুখর। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে আনিবার জন্য চাষীরা বড় আরামে পরিশ্রম করে। মনে আনন্দ নূতন উপার্জনের প্রত্যাশায়। শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া উঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গো শকটে বোঝাই হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে ধানের গন্ধ। অপরদিকে তরিতরকারীর ক্ষেতেও অপর্যাপ্ত ফসলের সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মুলো, পালং প্রভৃতি বিবিধ শাকের আমদানী হাটে বাজারে। সব্জী মূল্য হয় নিম্নমুখী। সকল প্রকার মশলার দামও এই মাসেই কম থাকে। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে যেমন অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সব্জীর বিনিময়ে আসে অর্থ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। সেই আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্যই গ্রামের শহরের যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষেরা এই সময়ে চিত্তবিনোদনের মানসে বনভোজনের আয়োজন করে। এই সময়েই সূর্য্যের কিরণেও আসে সুখের স্পর্শ, স্নিগ্ধতা যাহা শরীর ও মনে জাগায় পরম তৃপ্তি। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠেপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে—'এসো পৌষ যেও না।' পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বৎসরও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর একটু ঊর্ধ্বে রহিয়াছে। নূতন চাল আট নয় টাকা কেজি। সরষের তৈল বত্রিশ তেত্রিশ করিতে করিতে আটত্রিশে পৌঁছিয়াছে। তরিতরকারীর দামও বেশ উঁচুতে। ফুলকপি চারে আসিয়া আর নামিতেছে না। বেগুন ছয়ের নীচে আসিবার সম্ভাবনা কম। শাকের, মূলার দাম দুই টাকার নীচে নামিতেছে না। তবুও বৎসরের অন্যান্য মাসের মত তরকারীর দর নাই। সারা বৎসরে বেগুন ছিল সাত, আলু চার পাঁচ। এখন কিন্তু আলুর দাম আড়াই তিনে নামিয়াছে। পৌষ শেষ হইতেছে। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহিতেছে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে কহিতেছে—'এসো পৌষ, যেও না।'

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভোটারলিষ্ট প্রসঙ্গে

ভোটাধিকার যে কোনও স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার। সরকারের গঠন।' উত্থান ও পতন এই অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই নূতন ভোটারদের নাম ভোটারলিষ্টে সংযোজন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এবারও যথারীতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। কিন্তু বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুসন্ধান করে নূতন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করা হয়নি এবার। ফলে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে নবীন প্রজন্মের এক বিরাট সংখ্যক ভোটাধিকারী, তাদের নাম ভোটার তালিকায় নথীভুক্ত না হওয়ায়, দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। প্রশাসনিক শৈথিল্য কি এর জন্য কিছু দায়ী নয়?

কাশীনাথ ভকত
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ভোটের ছড়া (১)

দুর্মুখ

কেসরী বলে মাফ করে দাও
এবার ম্যাডাম হাল ধর।
ডুবছে মোদের সাধের তরী
তুমি এসে পার কর॥
সোনিয়া বলে ধমক দিয়ে
বললাম তাও শুনলে না।
মমতাকে না সরালে
কাণ্ড এমন ঘটতো না॥
তৃণমূলের প্রতীক দেখ
ঘাসের উপর ছোট্ট ফুল।
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীরা
দেখছে চোখে সরষে ফুল॥
যা হবার তা হয়েই গেছে
তবু তোমরা পুত্রবৎ।
সভাপতি হয়েও তুমি
দিচ্ছ যখন নাকে খৎ॥
তখন তোমায় ক্ষমা করে
নামছি আমি সম্প্রচারে।
ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না
অস্ত্র ধরছি উদ্ধারে॥
কংগ্রেসীরা কোরাসে:
ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতালী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রীমি দ্রীমি দ্রম দ্রম
ভূতও পিশাচ নাচে ডাকিনী সঙ্গে।
ওরে আর ভয় নাইরে
আর ভয় নাইরে।
সোনিয়া মা এসে গেছে
যুদ্ধে হবে জয়রে॥

এনটিপিসি চাইল্ড আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পুরস্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৮ নভেম্বর দিল্লীতে ন্যাশানাল ফাউণ্ডেশন অফ ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার এর পরিচালনায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সারা ভারতের মধ্যে এনটিপিসি চাইল্ড আর্ট কলেজের টুম্পা বর্মণ, মঃ জিয়ায়ুর রহমান, রণজিৎ সিন্‌হা ও পুরুষোত্তম মণ্ডল বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয়। এই কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অভিজিৎ রায় চৌধুরী শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। গত ১৮ ডিসেম্বর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী সাহিব সিং বর্মা। ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের পক্ষে এই কলেজকে একটি ট্রফিও দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

বিবেকানন্দ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৯ থেকে ১২ জানুয়ারী স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাব ৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে রাস্তাদৌড়, অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক, নৃত্য প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিন ক্লাব প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন বেলুড় মট ও মিশনের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ মহারাজ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জঙ্গিপুরের সন্তান ঐ মঠেরই সন্ন্যাসী পরেশাত্মানন্দ মহারাজ। দুজনের বক্তব্যই সমবেত শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। ১২ জানুয়ারী সকালে ক্লাবের সভ্যদের শহর পরিক্রমা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লায়ন্স ক্লাবের চক্ষু অপারেশন শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা: লায়ন্স ক্লাব অব জঙ্গিপুরের পরিচালনায় সম্প্রতি সমসেরগঞ্জ ব্লকের ভাসাই পাইকরে ৪৮ জন ও বীরভূমের পাইকরে ৬০ জনের চক্ষু ছানি অপারেশন করেন ডাঃ আবদুস সামাদ।

মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাষণে স্কুলের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের স্মৃতিচারণ করে বর্তমান ছাত্রবৃন্দকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন এই বিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতদঞ্চলে মাত্র কয়েকজন ম্যাট্রিক পাস মানুষ ছিলেন। শিক্ষার সুযোগ ছিল স্তিমিত। সেই সময় যে দুটি মানুষের সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁরা হলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও পঙ্কজকুমার রায়। প্রয়াত পঙ্কজকুমার রায় বিদ্যালয় গৃহের সম্পূর্ণ নির্মাণ ব্যয় বহন করেন। তাঁর সেই দানের মর্য্যাদা রাখতেই এই স্কুলের নামকরণ তাঁর পিতার নামে করা হয়। উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রধান শিক্ষক অভিনন্দন জানিয়ে এবং স্কুলের আরও উন্নতিকল্পে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। দ্বিতীয় দিনে রঘুনাথগঞ্জের বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। জিয়াগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গীত শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। গুণীজন সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলের হরেন্দ্রনারায়ণ মনিয়া ও বাঘপাড়ার জনাব নাদির হোসেন মণ্ডলকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্লাসে বসবার জায়গা পর্যন্ত দেওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে ক্লাস করে। এইভাবে স্কুলে পড়াশুনো কতটুকু হয় সেটা বলা বাহুল্য। তবে কিছু শিক্ষক এই ব্যবস্থাতে খুশি। স্কুলে যেহেতু কোন পড়াশোনা হয় না, তাই সেই সব শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির বাজার দিনকে দিন ঊর্দ্ধমুখী। অন্যদিকে জঙ্গিপুর গার্লসে সম্প্রতি মার্কসীট কেলেঙ্কারী নিয়েই স্কুল বেশ কদিন বেসামাল অবস্থায় ছিল। স্কুলে পড়াশুনো ও মাধ্যমিকের ফলাফল কোনদিনই সন্তোষজনক নয়। জঙ্গিপুর বয়েজ স্কুলে নীচের ক্লাসগুলিতে মাঝে মধ্যেই অফ থাকে বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। প্রয়োজনে নাকি স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদককেও নীচু ক্লাস নিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং পরিচালন কমিটির সম্পাদক কেতকী পাল স্বীকার করেন, পুজার পর থেকে স্কুলে এরকম কিছুদিন অবস্থা চলেছিল। তার কারণ এক সঙ্গে সাতজন শিক্ষকের অবসর গ্রহণ। তবে বর্তমানে কিছু শিক্ষক স্কুলে যোগদান করায় সে সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে। সেই সময় শুধু কেতকীবাবুই নয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সেখ মহঃ ফইজুদ্দিন, কমল সিংহ প্রমুখ কিছু শিক্ষককে দিয়েও অফ ক্লাসগুলি করানো হয়েছিল। তবে স্কুলে ক্লাস অফ থাকায় ছাত্ররা ঘুরে বেড়ানোর থেকে স্কুলের সম্পাদক কেতকীবাবু মনে করেন প্রয়োজনে তিনি কেন, কোন শিক্ষিত ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অভিভাবক ক্লাস নিলেও তেমন কিছু দোষের নয়। তবে স্কুলের পঠন-পাঠনের পরিবেশ ঠিক রাখতে বর্তমানে শিক্ষকদের প্রবেশ ও প্রস্থানের উপর সম্পাদক মশাই কড়াকড়ি করায় কিছু শিক্ষক ক্ষুব্ধ হতেই পারেন বলে কেতকীবাবু স্বয়ং আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে ছুটির বহর কলেজ-কেও হার মানায়। বিধানসভা, লোকসভা, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে স্কুল বন্ধ থাকে। এরপর আছে দীর্ঘ পূজাবকাশ, গ্রীষ্মাবকাশ, মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিকসহ বিভিন্ন পরীক্ষার সীট পড়ার ছুটি, স্থানীয় উৎসবে ছুটি, রাজনৈতিক বনধে বা ছাত্র ধর্মঘটে ছুটি, নেতার মৃত্যুতে ছুটি, যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কুল বেদখল ছাড়াও থাকে সারা বছরের ক্যালেণ্ডারের ছুটি। এ বছর লোকসভা নির্বাচন হওয়ায় স্কুলগুলিতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষার সিলেবাস শেষ করতে বাধ্য হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্বভাবতই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তা শেষ করতে তৎপর। ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরতা একমাত্র প্রাইভেট কোচিং—যা শহরে বর্তমানে এক রকম ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এডস বিষয়ে প্রচারাভিযান

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১ জানুয়ারী জঙ্গিপুর পৌরসভার সেমিনার গৃহে এডস বিষয়ক এক আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এডস সম্পর্কিত কিছু পোষ্টার পৌরভবনের চতুর্দিকে প্রদর্শিত হলেও উদ্যোক্তাদের সুষ্ঠু প্রচার ও আয়োজনের ত্রুটিতে আলোচনাচক্র সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার কারণে সমগ্র আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীকে কাণ্ডারীহীন বলে মনে হয়েছে। যার ফলে ঐ অনুষ্ঠান এলাকায় তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ফিল্ড পাবলিসিটি অফিস (ভারত সরকার), জঙ্গিপুর পৌরসভা ও নেহেরু যুব বিকাশ কেন্দ্র।

নববর্ষের প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ ফোন : ৬৬২২৮

গত ২২শে পৌষ ১৪০৪ (ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৮) বুধবার বৈকাল ৩টা ৫১ মিনিটে আমাদের পরমপিতা ঈশ্বর নরেন্দ্রনাথ সাধু আমাদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহলোকের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ভাগ্যহীন—

বীরেন্দ্রনাথ সাধু, দোলগোবিন্দ সাধু, মেঘনাদ সাধু

ভাগ্যহীনা—

শান্তি দাস (কন্যা)

সুদীপ সাধু, দেবাশিষ সাধু (পৌত্র)

Ad. অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর হাইস্কুলের ছাত্র রাজ্যে চতুর্থ

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র মিহির দাস সম্প্রতি জলপাইগুড়ির ফালাকাটায় অনুষ্ঠিত আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগেতায় রাজ্যস্তরে চতুর্থ হয়েছে। সে ৪০০ মিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করে এই কৃতিত্ব অর্জন করে। এছাড়া ঐ স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সুমন্ত্রসারথী পাল ও সিরাজুল ইসলাম ক্যুইজে, একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী নিবেদিতা মুখার্জী ও নবনীতা মুখার্জী সঙ্গীতে ও আবৃত্তিতে নেতাজী জন্মশতবার্ষিকী কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে আগামী ১৮ জানুয়ারী রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সম্পাদক কেতকীকুমার পাল জানান।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন বেশ কিছু শিক্ষক পরিচালন কমিটির উপর বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি ও শ্বেতা চন্দ্রের কাছে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

টাকা পাচ্ছে পুরসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু পরিদর্শন করে যান। অনুষ্ঠানের দিন ২২ ডিসেম্বর শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাগরিক যোগ দেন এবং সেখানে পুরলজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। সকলেই মনে করেন পুরসভা যদি তাদের দলাদলি ত্যাগ করে শহরের উন্নতিকল্পে একজোট হয় তবে এই বিপুল অর্থে ধুলিয়ান পুরশহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব হবে।

বিজ্ঞপ্তি

দাদাঠাকুর কচি শিক্ষাকেন্দ্রের (প্রাতঃ বিভাগ) জন্য একজন প্রধান শিক্ষিকা প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি-এস-সি এবং বয়স ৩১ থেকে ৩৫ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯শে জানুয়ারী ১৯৯৮। বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যালয়ে জানা যাইবে।

সবার সেরা বাটার জুতো

ছেলে বুড়ো তরুণ-তরুণী সবার মুখে হাসি ফোটাতে চাই *বাটার* জুতো। জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই *'বাটা'*। *বাটার* সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই *বাটার* জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

Bata

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

(ভি. আই পি দুলুর দোকানের পাশে)

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশগাড়া

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*অচিন্ত্য মনিয়া*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।